চির রোগ

তাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং তাদের হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য

ডঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

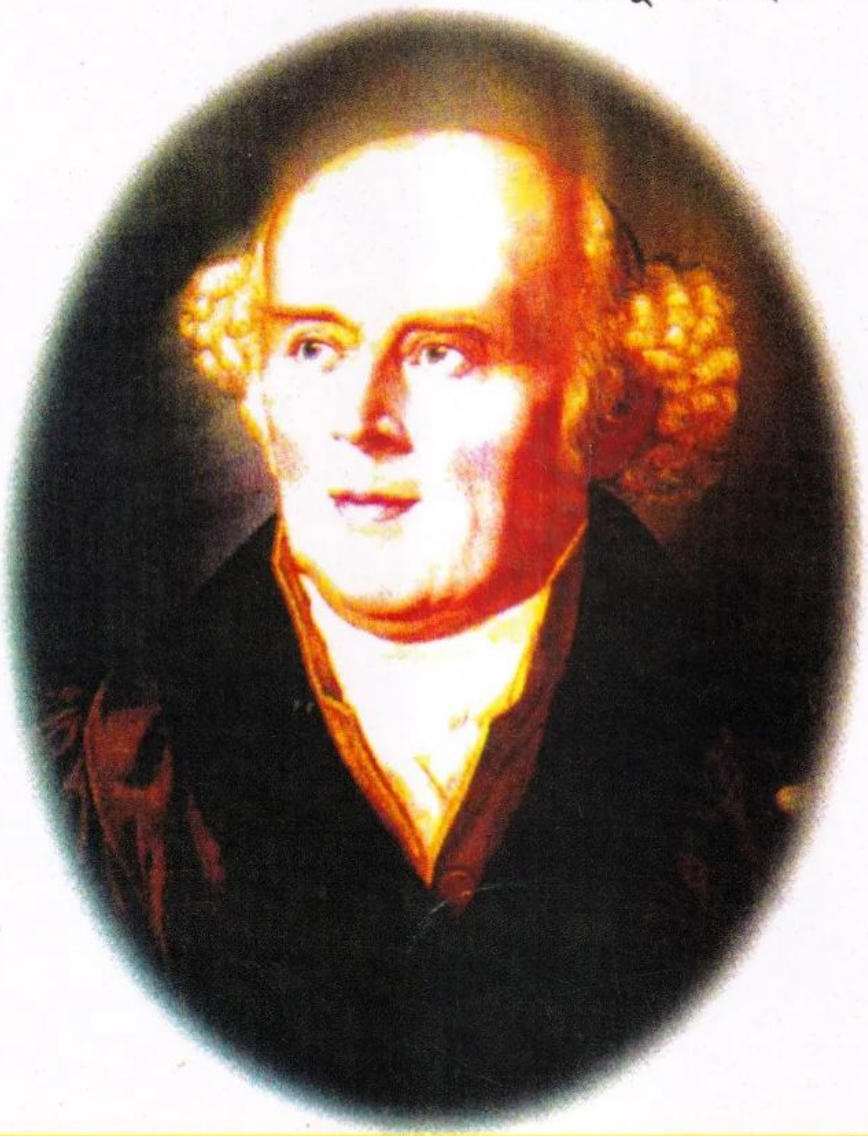

: অনুবাদক :

ডঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

(ডি.এইচ.এম.এস)

(The chronic Diseases *their peculiar nature and their homeopahic cure* এর বঙ্গানুবাদ)

বিষয় সূচী

অনুবাদকের ভূমিকা	৩
লেখকের ভূমিকা	৭
চির রোগের প্রকৃতি	১৯
চির রোগের আরোগ্য	১০৫
সাইকোসিস	১০৯
সিফিলিস	১১২
সোরা	১২১
ঔষধ সমূহ	১৬৭

চির রোগের প্রকৃতি

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে আমি আমার লেখার মধ্যে যা প্রকাশ করেছি এবং ছাত্রদের যা শিখিয়েছি যদি তা সঠিকভাবে পালন করা হয় তাহলে নিশ্চিত এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী ভাবে এর শ্রেষ্ঠত্ব, যে কোন এ্যাল্যোপ্যাথিক চিকিৎসার তুলনায় নিশ্চিতভাবে দেখায়। এটা শুধুমাত্র তরুণ রোগের ক্ষেত্রে নয়, এটা মহামারী রোগে বা স্থানে স্থানে বিস্তারশীল জ্বরেও দেখায়। যৌন রোগগুলি হোমিওপ্যাথিতে অনেক বেশী নিশ্চিত ভাবে মূল থেকে সারায়। আরোগ্য কম কষ্টে হয় এবং কোন কুফল থাকে না। সবচেয়ে উপযোগী বিশেষ ঔষধটির সাহায্যে রোগটি স্থানীয় লক্ষণ ধ্বংস বা বিস্তৃত না করে ভিতর থেকে সারিয়ে তোলা হয়। কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীতে অন্যান্য চির রোগগুলির সংখ্যা প্রচুর, অসংখ্য এবং তারা সেভাবেই অবস্থান করে।

এযাবৎকাল এ ধরণের রোগে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় কষ্ট শুধু বাড়িয়েই চলেছে। এ ধরণের চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে বমনোদ্রেককারী মিশ্রণ (ঔষধ প্রস্তুত কারকরা নানা জাতীয় ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল ঔষধজ বস্তু একসঙ্গে অনেকটা করে মিশিয়ে দেয় যাদের আলাদাভাবে প্রত্যেকটির ক্রিয়াগুণ তাদের জানা নেই), এর সাথে নানা ধরণের স্নান, ঘর্মকারক বা লালাস্রাবকারী ঔষধ, বেদনানাশক নেশাজাতীয় বস্তু, ইনজেক্শন, তাপ প্রয়োগ, বাষ্পতাপ প্রয়োগ, উদ্ভেদ সৃষ্টিকারী প্লাষ্টার, নিষ্কাষক কিন্তু বিশেষ করে বহু ব্যবহৃত কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ, জোঁক লাগান, রস বা রক্ত মোক্ষণ এবং উপবাসরূপ চিকিৎসা অথবা চিকিৎসারূপ অত্যাচার তাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন যেগুলি প্রতিদিনের ফ্যাশন এর মত নিয়ত পরিবর্তনশীল। এগুলির দ্বারা হয় রোগটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নতুবা মাঝে মাঝে তথাকথিত বলবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করা সত্বেও জীবনীশক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। কিন্তু যদি সেগুলি দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণকারী পরিবর্তন ঘটান সম্ভব হয় তাহলে পূর্ব রোগ ভোগের পরিবর্তে আর একটি অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, ঔষধদ্বারা অসংখ্য নামের রোগের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক রোগটির চেয়ে সেগুলি আরো খারাপ ও অনারোগ্য হয়ে ওঠে। তখন চিকিৎসক রোগীদের এই বলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন — "আমি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান যে পূর্বের রোগটি আমি দূর করতে সমর্থ হয়েছি; তবে দুঃখের বিষয় যে একটি নতুন (?) রোগ হাজির হয়েছে। কিন্তু আশা করি পূর্বের রোগটির ন্যায় এটিকেও আমি দূর করতে সমর্থ হবো।" এজন্য যখন একই রোগটি বিভিন্ন ধরণপ্রাপ্ত হয় এবং ভুল ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহারের ফলে নতুন রোগ যুক্ত হয়, তখন রোগীর ভোগ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে তার করুণ কাতরোক্তি একদিন স্তব্ধ হয়ে যায়— সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তখন তার আত্মীয়রা এই বলে নিজেদের সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয় — "যতদূর চিন্তা করা সম্ভব তার সব কিছুই ব্যবহার করা হয়েছে এই মৃত ব্যক্তির জন্য।"

ভগবানের মহান দান হোমিওপ্যাথির ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। এমনকি অন্য ধরণের

চিররোগে এর শিষ্যেরা আমার পূর্বের লেখা এবং বক্তৃতা অনুসরণ করে পূর্বে উল্লিখিত আগের পদ্ধতিগুলির চেয়ে অনেক বেশী ভাল কিছু করতে পেরেছে, যদি টাকা পয়সা বেশী থাকার ফলে তার দ্বারা এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করে রোগী দুর্বল ও খারাপ অবস্থা না হয়ে পড়ে।

আরো বেশী প্রাকৃতিক চিকিৎসা ব্যবহার করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা তাঁদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব ও পরীক্ষা করে চির রোগগুলি প্রায়ই সত্বর সেরে ফেলতে পারেন। এই আরোগ্য করতে তিনি সঠিকভাবে প্রুভিংকৃত নির্দিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্ষুদ্রতম মাত্রা ব্যবহার করেন। এটা তিনি করেন এ্যালোপ্যাথির সাধারণ চিকিৎসকদের ন্যায় রোগীর রসরক্ত বা শক্তিক্ষয় না করেই। এতে করে রোগীটি পূর্ণ সুস্থ্য হন এবং আনন্দিত জীবন যাপন করেন। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সৌভাগ্যবশতঃ তাদের ঔষধের বাক্স থেকে ঔষধ বের করে বিরল ক্ষেত্রে যে ২/১টি আরোগ্য করেন এ আরোগ্য তার চেয়ে অনেক বেশী উচ্চস্তরের।

সুস্থ্য দেহে যে রোগজ অবস্থা কোন ঔষধ সৃষ্টি করে সেরকম সদৃশ রোগজ অবস্থায় ঐ ঔষধের ক্ষুদ্রতম মাত্রার প্রয়োগে রোগের বিনাশ সাধন করে। রোগটি যদি খুব দৃঢ়মূল না হয় এবং এ্যালোপাথি দ্বারা খুব বেশী পরিবর্তিত না হয়, তাহলে এটা যথেষ্ট সময়ের জন্য কমান যায়। মানবজাতিও ঐরূপ সাহায্য পেয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে এবং ধন্যবাদ জানায়। এরকমভাবে চিকিৎসিত একজন রোগী হোমিওপ্যাথিক সাহায্য পাওয়ার পূর্বে যে পরিমাণ বেদনাদায়ক অবস্থায় ছিল এবং এখন যে স্বস্তিজনক অবস্থায় আছে তা বিবেচনা করে নিজেকে যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান বলে মনে করে।*

এমনকি খাদ্যাভ্যাসে কোন বড় ত্রুটি, ঠাণ্ডা লাগা, অস্বস্তিকর ভিজা, ঠাণ্ডা বা ঝোড়ো আবহাওয়া, হেমন্তের আগমন তা সে যতই কোমল হোক না কেন, শীত বা শীতল বসন্ত, তখন শরীরের বা মনের ভীষণ কোন পরিশ্রম, বিশেষ করে বাইরে থেকে স্বাস্থ্যের উপর কোন আঘাত অথবা দুঃখের কোন ঘটনায় মন দমে যাওয়া, বার বার ভয় পাওয়া, কারো

---

* এই ধরণের আরোগ্যগুলি হল, পূর্ণভাবে অবিকশিত সোরাঘটিত রোগ যা আমার শিষ্যরা আরোগ্য করেছে সেইসব ঔষধ দিয়ে যা পরবর্তীতে প্রধান এন্টিসোরিক ঔষধরূপে গন্য হয়নি, কেননা এই ঔষধগুলি এখনও অজানা। যে সমস্ত ঔষধ সদৃশমতে সবচেয়ে বেশী সদৃশ হয়েছে সেগুলি দিয়ে তাঁদের চিকিৎসা হয়েছে, ফলে আপাত দৃশ্যমান অনুগ্র লক্ষণগুলি সাময়িক ভাবে বিদায় নিয়ে বিকশিত সোরাকে সাময়িক ভাবে সুপ্ত সোরায় পরিণত করেছে এবং এভাবে এক প্রকার স্বাস্থ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এটা প্রধানতঃ শক্তিশালী যুবকদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। যাঁরা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেননি তাঁরা দেখবেন যেন প্রকৃত স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে। এই অবস্থাটি বেশ কয়েক বছর স্থায়ী হয়। কিন্তু পূর্ণ বিকশিত সোরাকৃত চির রোগ সেই সময়ে পরিচিত ঔষধগুলি দ্বারা পূর্ণ আরোগ্য সম্ভব ছিল না যা বর্তমানে পরিচিত ঔষধগুলি দ্বারা সম্ভব।

মৃত্যুজনিত বড় রকমের কোন শোক, দুঃখ এবং অবিরাম বিরক্তি ইত্যাদিতে দুর্বল দেহে পূর্বের এক বা একাধিক লক্ষণ ফিরে আসে যা পূর্বে সেরে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। এই নতুন অবস্থাটি নতুন কিছু আনুষঙ্গিক লক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হোমিওপ্যাথি দ্বারা নিবারিত সেই অবস্থাটি যদি পূর্বের থেকে জোরালো নাও হয়, তবে একই রকম কষ্টকর ও আরও বেশী দুর্দম্য হয়। এটা প্রধানতঃ তখনই হয়, যখন দৃশ্যতঃ সেরে যাওয়া রোগটির পিছনে সোরা থাকে, যেটা আরও বেশী বর্দ্ধিত হয়েছে। যখন রোগটি এভাবে পুনরায় দেখা দেবে তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক যেন নতুন একটি কেস দেখছেন এমনভাবে সেই সময় পর্যন্ত পরিচিত ঔষধগুলির মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশী খাটে এমন একটি ঔষধ দিবেন এবং আবারও ভাল সাফল্য আসবে ও রোগীকে আবারও ভাল একটা অবস্থায় আনবে। আগের কেসটিতে পূর্বের সেরে যাওয়া সমস্যাগুলি যখন আবার উপস্থিত হয়, তখন পূর্বের সাফল্য পাওয়া ঔষধটি কম উপকারে আসবে, আবারও এটাকে ব্যবহার করলে, আরও কম উপকার করবে। তখন হয়ত সবচেয়ে উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়ার মধ্যে থেকে এবং সঠিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করেও রোগের নতুন লক্ষণ যুক্ত হবে যেগুলি খুব সামান্যই সরান যাবে— আর তাও আবার বেঠিকভাবে। হ্যাঁ, এই নতুন লক্ষণগুলি সময়ে সময়ে দূরীভূত করাই যাবে না বিশেষতঃ যদি উপরে উল্লিখিত কিছু কিছু বাধা আরোগ্যে বাধা প্রদান করে।

— কিছু আনন্দদায়ক ঘটনা, সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত কোন উন্নত বাহ্যিক ঘটনা, একটা আনন্দদায়ক ভ্রমণ, একটা সুবিধাজনক ঋতুর আগমন, শুকনা অপরিবর্তিত তাপমাত্রা রোগীর রোগাবস্থাকে সাময়িকভাবে স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিরত রাখত, তখন হোমিওপ্যাথ মনে করতেন যে, সে সুন্দরভাবে সেরে গেছে এবং রোগী নিজেও সুস্বভাববশতঃ তার কিছু স্বল্প কষ্টকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেকে সুস্থ্য বলে মনে করত। রোগের এরকম থেমে যাওয়া খুব বেশীদিন স্থায়ী হতনা, এবং তখন পর্যন্ত জানা সবচেয়ে সঠিক নির্বাচিত ঔষধ সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করার পরেও রোগটি ফিরে আসত, বার বার ফিরে আসত; বার বার ঔষধটি পুনঃপ্রয়োগ করা সত্ত্বেও তার কার্যকারীতা কমই হত। অবশেষে খুব বেশী হলে সেগুলি দুর্বল উপশমকারী হিসাবে কাজ করত। কিন্তু বার বার পরিবর্তিত আকারে আগত রোগটিকে জয় করার জন্য বার বার চেষ্টা করার পরও কিছু রোগবস্থা অবশিষ্ট থেকে যেত যেটা তখন পর্যন্ত পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা (যার সংখ্যা খুব কম নয়) আরোগ্য করাত যেতই না, এমনকি উপশম পর্যন্ত করা যেত না। এভাবে পরে নানারকম আরও সমস্যাজনক অসুস্থতা দেখা দিত এবং সঠিক জীবনযাপন ও নির্দ্দেশ পালন সত্ত্বেও সময়ের সাথে সাথে অবস্থাটি আরও সংকটজনক হত। সব রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক চির রোগের অগ্রগতি সামান্যই রোধ করতে পারতেন এবং বছরের পর বছর ধরে এটা খারাপের দিকেই যেত।

তখন পর্যন্ত জানা হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা সত্ত্বেও সেটা দ্রুত বা ধীর গতিতে যাই হোক না কেন ভয়ানক অযৌন চির রোগের চিকিৎসা এরকমই অবস্থায় ছিল। সেগুলির শুরুটা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক, মাঝখানে কম সুবিধাজনক এবং ফলাফল নৈরাশ্যজনক।

এতদসত্ত্বেও এই শিক্ষা ছিল অপরিবর্তিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং চিরকালই তা থাকবে। এর শ্রেষ্ঠত্বের সত্যতা, এর নির্ভুলতা (মানুষ সম্বন্ধে যতটা ধারণা করা গেছে) প্রমাণ দ্বারা পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনে এটা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

একমাত্র হোমিওপ্যাথি আমাদের প্রথম শিখিয়েছে যে, সুপ্রকাশিত ইডিওপ্যাথিক রোগগুলি যথা পুরাতন মসৃণ সিডেনহাম স্কার্লেট জ্বর, ইদানিংকার পার্পেল রোগ, হুপিং কাশি, ক্রুপ, সাইকোসিস এবং হেমন্ত কালের আমাশয় নির্দ্দিষ্টভাবে আরোগ্যকারী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা কেমন করে আরোগ্য করা যায়। এমনকি একিউট প্লুরিসি এবং টাইফাস, সংক্রামক বহু ব্যপক রোগ সঠিকভাবে নির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সামান্য কয়েক মাত্রাতেই দ্রুত স্বাস্থ্যে পর্যবসিত হয়।

তাহলে অযৌন চির রোগের অবিচ্ছিন্ন চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এমনকি হোমিওপ্যাথি দ্বারা এরকম কম সুবিধা বা একেবারেই সুবিধাহীনতা কি করে হয়? অচির প্রকৃতির অন্যান্য রোগ সেরে স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যস্থাপনায় অসাফল্যের হাজার হাজার নজীর সৃষ্ট হওয়ার কারণ কি? এটা কি এখনও পর্যন্ত পরীক্ষিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অত্যন্ত স্বল্পতা? হোমিওপ্যাথির অনুগামীরা এ পর্যন্ত এই বলেই নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছেন; কিন্তু এই অজুহাত বা সান্ত্বনা হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারককে কখনও সন্তুষ্ট করতে পারেনি— কেননা নতুন অনেক মূল্যবান ঔষধ পরীক্ষিত হয়ে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে অযৌন চির রোগের আরোগ্যের ক্ষেত্রে একটি সিড়িও এগোয়নি, যেখানে অচির রোগ (শুরুতেই ঐ সমস্ত রোগ রোগীর প্রাণ হরণ না করলে) হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবহারে শুধুমাত্র যে ভালভাবে সারে তাই নয় বরং বিশ্রামহীন স্বাস্থ্য সংরক্ষক জীবনীশক্তির সাহায্যে দ্রুত নির্মল আরোগ্য নিয়ে আসে।

তাহলে কেন জীবনীশক্তি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সাহায্য পেয়েও এই সমস্ত চির রোগে বর্তমান সমস্ত লক্ষণগুলি cover করা সত্ত্বেও দক্ষতার সাথে প্রকৃত স্থায়ী আরোগ্য আনতে পারছে না? অথচ যেখানে এই একই শক্তি যা কিনা আমাদের স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্লান্তি হীনভাবে সাফল্যের সাথে সাংঘাতিক অচির রোগগুলিকে সারিয়ে তোলে? এটা প্রতিরোধ করবার উপায় কি?

এই স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাকে চির রোগের প্রকৃতি আবিষ্কার করতে প্ররোচিত করে।

উপরে উল্লিখিত রোগগুলিতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি প্রকৃত আরোগ্য আনতে কেন

ঔষধ সমূহ

এ যাবৎ চিররোগে যেসব ঔষধ উপযোগী এবং অত্যন্ত ভাল বলে দেখা গিয়েছে, পরবর্তী অংশে আমি সেগুলি সম্বন্ধে বলব। মানুষের শরীরে সেগুলি কি কাজ দেখিয়েছে এবং একই সঙ্গে সোরা, সিফিলিস এবং ডুমুরাকৃতি আঁচিল রোগে সেগুলির ব্যবহার সম্বন্ধেও আমি বলব।

পরের দুটি মায়াজম এর সাথে যুদ্ধ করতে সোরার তুলনায় অনেক কম ঔষধ লাগে। তাই বলে পরের দুটির চির মায়াজম জনিত চরিত্র সম্বন্ধে চিন্তাশীল কোন ব্যক্তিরই সন্দেহ জাগে না। আরও কম চিন্তা হয় এ সম্বন্ধে যে সোরাই অন্য সব চির রোগের মূল।

সবচেয়ে পুরান মায়াজম জনিত রোগ "সোরা" হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্য দিয়ে এসেছে। প্রতি ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য জনক ধাতুগত অবস্থা ছিল। বহু রকমের প্রভাবের মধ্য দিয়ে তারা এসেছে। ফলে সে নিজেকে এতটা পরিমাণে পরিবর্তিত করে ফেলেছে যে, অসংখ্য চিররোগীর ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের রোগের সৃষ্টি করেছে। বাহ্যিক লক্ষণগুলি (যেগুলি ভিতরের রোগের পরিবর্তে দেখা দেয়) অর্থাৎ কমবেশী একটা ব্যাপক চুলকানির উদ্ভেদ সাংঘাতিক চিকিৎসা প্রথার মাধ্যমে চামড়া থেকে দূর করে দেওয়া হয় বা অন্য কোন জোরালো ঘটনায় একা একাই চর্ম থেকে বিদায় নেয়।

এই অর্দ্ধভৌতিক মায়াজম যেটা পরগাছার মত মানুষের শরীরে এর আক্রমণাত্মক শিকড় গেড়ে বসে ও তার জীবন সেখানে চালিয়ে যায়। হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে এসে এটা বহুভাবে নিজেকে বর্দ্ধিত করেছে এবং এভাবে এটা পরিবর্তিত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তারা যে একই গুড়ি থেকে বেরিয়েছে তা তারা অস্বীকার করে না (সোরা থেকে)। কিন্তু কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য জন্য তারা একে অপরের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। এই পরিবর্তনগুলির কারণ অংশতঃ নানারকম দৈহিক গঠন এবং সোরাক্রান্ত ব্যক্তির* বসবাসের স্থানের আবহাওয়া জনিত পরিবর্তন এবং অংশতঃ তাঁদের জীবন যাপনের বৈচিত্র। উদাহরণস্বরূপ বড় বড় শহরের দূষিত বাতাসে বেড়ে ওঠা শিশুদের র‍্যাকাইটিস, হাড়ের টিবি, হাড়ের কোমলতা প্রাপ্তি, বাঁকা হয়ে যাওয়া, হাড়ের ক্যান্সার, টিনিয়া ক্যাপিটিস, স্ক্রফিউলা ও দাঁদ দেখা দেয়। বড়দের মধ্যে স্নায়বিক দুর্বলতা, স্নায়বিক উত্তেজনা ও গিঠে বাত দেখা দেয়। এইভাবে নানা ধরণের জীবন যাপন এবং পেশাসহ মানুষের জন্মগত

---

*নরওয়ে এবং উত্তর পশ্চিম স্কটল্যান্ডে সিবেন বা রেডসিজ (Sibben or Rade Syge), লম্বার্ডিতে পেলাগ্রা, প্যোল্যান্ড ও ক্যারিনোথিয়াতে প্লিকা পোলোনিকা (Koltun, Trichiasis), সুরিনামে বিখ্যাত কুষ্ঠ, গিনিতে লাল জাতীয় উদ্ভেদ যাকে ইয়াস বলা হয় এবং আমেরিকার পিয়ান। হাঙ্গেরীর দুর্বলকারী জ্বর সোমোর, ভার্জিনিয়ার দুর্বলকারী রোগ এস্থেনিয়া ভার্জিনেনসিয়াম, আল্পস এর গভীরে গ্রামগুলিতে মানবকুল ধ্বংসকারী রোগ ক্রেটিন, উপত্যকা সমূহের ভিতরের দিকে এবং তাদের প্রবেশ মুখে হওয়া গলগন্ড ইত্যাদি।

ভাবে প্রাপ্ত দৈহিক গঠনের বৈচিত্র জন্য সোরা জনিত রোগের বহু পরিবর্তন হয়। ফলে সহজেই বোঝা যায় যে, সোরার এই পরিবর্তনের জন্য বহু রকমের ঔষধ প্রয়োজন (সোরানাশক ঔষধ)।

প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কি চিহ্ন দেখলে আগে থেকেই একটি বস্তুকে সোরানাশক বলতে পারা যায়? কিন্তু বাইরে থেকে দেখার মত এরকম কোন দৃশ্যমান চিহ্ন তাদের মধ্যে নেই। এতদসত্বেও সুস্থদেহে কতকগুলি শক্তিশালী বস্তু প্রুভিং করার সময় তারা যেসব রোগ লক্ষণ সৃষ্টি করেছে তা আমাকে অসাধরণ কিছু দেখিয়েছে, যার থেকে বোঝা গেছে যে, পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত সোরাজনিত রোগে তারা উপযোগী হবে। তাদের কিছু কিছু ধরণ এইদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাদের সম্ভাব্য উপযোগীতা সম্বন্ধে আমাকে সংকেত দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পোল্যান্ডে মাথার ঘায়ে (প্লিকা পোলোনিকা) লাইকোপোডিয়াম নামক গাছড়াটির খুব প্রশংসা আছে। এটা থেকে আমি সদৃশ সোরাজনিত রোগে লাইকোপোডিয়ামের রেণু ব্যবহারের ধারণা পাই। কিছু রক্তস্রাব বন্ধ করতে বেশী পরিমাণ লবনের ব্যবহার হল আরেকটি সংকেত। গুয়েকাম, সারসাপ্যারিলা এবং মেজেরিয়াম এর ব্যবহারও এইরকম। আদিকাল থেকেই যৌন রোগ মার্কারী দিয়ে কোনমতেই সারা যেত না যদি না উপরে উল্লিখিত তিনটি ঔষধের একটিকে ব্যবহার করে আগে জটিলতা পাকান সোরাকে দূর না করা হয়।

বেশীরভাগ মাটি, ক্ষার, এসিড এবং নিস্ক্রিয় লবন বেশ কিছু ধাতু যেসব বিশুদ্ধ লক্ষণ সৃষ্টি করেছে তা থেকে বোঝা যায় যে, অসংখ্য লক্ষণ সৃষ্টিকারী সোরাকে আরোগ্য করতে এগুলির কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রধান সোরা দোষনাশক সালফারের সঙ্গে ফসফরাস এবং উদ্ভিজ্জ ও খনিজ রাজ্যের যেসব জিনিষ সহজে জ্বলে ওঠে তাদের প্রকৃতি একরকম হওয়ায় তাদের ব্যবহার চালু হয়েছিল। আর কতকগুলি প্রাণীজ জিনিষের স্বভবতঃ কতকটা ঐরকম মিল থাকায় অভিজ্ঞতার ফলে পরে সেগুলির ব্যবহার হয়েছিল।

সংক্রমণজনিত যেসব রোগ সোরাজাত বলে স্বীকৃত, সুস্থ দেহে যেসব ঔষধ ঐরকম বিশুদ্ধ লক্ষণ সৃষ্টি করতে পেরেছে তাদের নামই এখনও পর্যন্ত সোরানাশক ঔষধের তালিকায় রাখা হয়েছে। এগুলিই ঐসব রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হিসাবে নির্বাচিত হয়। ঔষধগুলির সঠিক, বিশুদ্ধ ক্রিয়া জেনে সময়ের সাথে সাথে সোরানাশক ঔষধের লিষ্টে আমাদের অন্য আরও কিছু ঔষধ যোগ করতে হবে। যদিও এখনই আমরা এযাবৎ স্বীকৃত সোরানাশক ঔষধ দিয়ে নিশ্চিত ভাবে প্রায় সমস্ত অযৌন (সোরা সৃষ্ট) রোগ সেরে ফেলতে পারি। তবে শর্ত হল, যদি অত্যধিক এলোপ্যাথিক ঔষধ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা দিয়ে রোগীকে খারাপ অবস্থায় না নেওয়া হয়, এবং যদি সাংঘাতিক ঔষধেজ রোগে আক্রান্ত করা না হয় এবং যদি তাঁদের জীবনীশক্তিকে খুব দমিত করা না হয় এবং খুব প্রতিকূল পরিবেশের জন্য আরোগ্য অসম্ভব না হয়। এতদসত্বেও এটা উল্লেখ করার দরকার নেই যে, অন্যান্য পরীক্ষিত

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ (মার্কারী সহ) সোরাজনিত বিশেষ রোগাবস্থায় ব্যবহারে বাদ দেওয়া চলবে না।

হোমিওপ্যাথির পত্তন এবং উন্নতির আগে স্থূল বস্তুকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উন্নত ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অন্য কেউ কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। এখন বস্তুর মধ্যে থাকা শক্তিকে বের করে আনা হয়েছে এবং সেজন্য সঠিকভাবে রোগারোগ্যে ব্যবহার করা যাচ্ছে। এইসব ঔষধের মধ্যে কোন কোনটি স্থূল অবস্থায় খুব অস্পষ্ট ও বেঠিক ঔষধজ গুন দেখায় (যেমন সাধারণ লবন এবং লাইকোপোডিয়ামের রেণু)। অন্য কিছু কিছু জিনিষের বা ধাতুর (যেমন সোনা, স্ফটিক, এলুমিনা) কোন ক্রিয়াই থাকে না, কিন্তু বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে তৈরী করলে উচ্চ মার্গের আরোগ্যকারী ঔষধ হয়। অন্যান্য কিছু বস্তু তাদের স্থূল অবস্থায় সামান্য পরিমাণে নিলেও এত তীব্র ক্রিয়া দেখায় যে, তারা যদি জীবের মাংসপেশী স্পর্শ করে তাহলে সেখানে ক্ষত ও ধ্বংস নিয়ে আসে (যেমন আর্সেনিক ও ক্ষতকারী কর্পূর)। কিন্তু এগুলিই আবার হোমিওপ্যাথির বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী করলে শুধুমাত্র যে মৃদু হয় তাই নয় কিন্তু অবিশ্বাস্য ভাবে তাদের ঔষধজ ক্রিয়া বেড়ে যায়।

ঔষধগুনহীন পাউডার এর সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘর্ষণ করলে বা ভেষজগুণশূন্য কোন তরল পদার্থের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঝাঁকি দিয়ে মেশালে কোন বস্তুর বিশেষতঃ ঔষধজ বস্তুর যে পরিবর্তন ঘটে সেটা এমনই অবিশ্বাস্য রকমের যে এটাকে অলৌকিক বলা চলে। এটা খুব আনন্দের ব্যাপার যে এই অদ্ভুত পরিবর্তন সম্বন্ধীয় আবিষ্কারটি হোমিওপ্যাথিরই কৃতিত্ব।

নানাস্থানে যেমন দেখান হয়েছে যে, এইসব ঔষধজ বস্তুর শক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যায়, তেমনি তাদের বস্তুগত ও রাসায়নিক ভাবও পরিবর্তিত হয়ে যায়। যারা ঐ স্থূল বস্তুকে এলকোহল বা জলে দ্রব হতে দেখেনি, এই অদ্ভুত পরিবর্তনের পর তারা জলে এবং এলকোহলে পুরোপুরি গুলে যায় যেটা আরোগ্য কলায় এক অতি মূল্যবান আবিষ্কার।

সমুদ্র প্রাণী সিপিয়ার বাদামী রঙের রস যে পূর্বে শুধুমাত্র আঁকা আর রং করায় ব্যবহার হত, সেটা তার স্থূল অবস্থায় শুধুমাত্র জলে গুলে যেত, কিন্তু এলকোহলে গুলত না। কিন্তু এই ধরণের ঘর্ষণ পদ্ধতিতে এটা এলকোহলেও গুলে যায়।

ইথারিয়াল উদ্ভিজ্জ তেলের সাথে মিশালে তবেই হলুদ পেট্রোলিয়াম থেকে একটা কিছু টেনে বের করে নেওয়া যায়। কিন্তু এর স্থূল অবস্থায় এটা জলে, এলকোহলে (বা ইথারে) দ্রবণীয় হয় না। ঘর্ষণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গেলে এটা উভয় বস্তুতেই দ্রবণীয় হয়।

একইভাবে লাইকোপোডিয়ামের রেণু এলকোহল বা জলে ভাসতে থাকে। এদের কোনটাই রেণুর উপর কোন ক্রিয়া করে না। মানুষের পাকস্থলীতে স্থূল লাইকোপোডিয়াম ঢুকলে কোন কাজই করে না, এর কোন স্বাদই নেই। কিন্তু ঘর্ষণ পদ্ধতিতে একে পরিবর্তন